ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮১৮
আগরতলা,২৪ জুলাই,২০১৯

যেখানে দুধের ভালো যোগান রয়েছে সেখানে ডেয়ারি প্ল্যান্ট বসানো যায় কিনা খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যে যে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেইসব প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ এক পর্যালোচনা বৈঠকে মিলিত হন। সচিবালয়ে আয়োজিত বৈঠকে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, পর্যটন, শিক্ষা, মৎস্য, বন, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি ৩৩টি দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে এমন কেন্দ্রীয় প্রকল্প সমূহের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে চালু রয়েছে এমন প্রকল্পগুলির মধ্যে যেগুলিই রাজ্যে রূপায়ণ করার সুযোগ রয়েছে এমন সকল ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এর সুযোগ নিতে উদ্যোগী হতে হবে। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প রূপায়ণে আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার জন্য প্রতিটি দপ্তরকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের সাথে যথাযথ সমন্বয় রেখে কাজ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজের পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত যেখানে বিনামূল্যে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ রয়েছে তা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে মিশন মুডে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। পর্যটন দপ্তরের প্রকল্প নিয়ে পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নারিকেলকুঞ্জ ও ডম্বুর জলাশয় রাজ্যের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির মতো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। একে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সেখানকার পরিকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে বিশেষ নজর দিতে হবে। হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প দপ্তরের প্রকল্প সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে ক্লাস্টার পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রকল্প পর্যালোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুধের ভালো যোগান যেখানে রয়েছে সেখানে নতুন ডেয়ারি প্ল্যান্ট বসানো যায় কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আগরতলার মতো অন্যান্য জেলা সদরে কর্মরত মহিলাদের জন্য হোস্টেল চালু করা যায় কিনা তাও খতিয়ে দেখতে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর সচিবকে নির্দেশ দেন।

এদিনের সভায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনার পাশাপাশি এইসব প্রকল্প খাতে ২০১৮-১৯ এবং চলতি আর্থিক বছরের (২০১৯-২০) কেন্দ্রীয় আর্থিক বরাদ্দ উন্নয়নমূলক খাতে ব্যয় করার পর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট সম্পর্কিত স্ট্যাটাস নিয়ে প্রকল্প ভিত্তিক অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের উপর যে সকল দপ্তর এখনও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারেনি তার উপর আলোকপাত করেন মুখ্যসচিব।

***২-এর পাতায়

এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য দপ্তর সচিবদের নির্দেশ দেন তিনি। এদিনের সভায় অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক ও মনোজ কুমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনায় অংশ নেন। এদিনের সভায় কৃষি দপ্তরের সচিব এম এল দে জানান, ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে কৃষি দপ্তরে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে আর্থিক বরাদ্দ ছিলো ১৪৯ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। চলতি বছরেও কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার আর্থিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। তিনি জানান, হর্টিকালচারেও চলতি বছরে ৩১ কোটি ৯ লক্ষ টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তর কর্তৃক উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে যে যে প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে তার স্ট্যাটাস নিয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় উল্লেখ করা তথ্যে দেখা যায় ২৫টি দপ্তরের মোট ৮৪টি এরূপ প্রকল্প কেন্দ্রীয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়া গেছে। যে সকল ক্ষেত্রে এখনও কেন্ত্রীয় অনুমোদন পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবদের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়। এদিনের সভায় প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, এল এইচ ডার্লং, বি কে সাহু, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহানির্দেশক রাজীব সিং, বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, চৈতন্য মূর্তি, সচিব রামেশ্বর দাস, সৌম্যা গুপ্তা, সমরজিৎ ভৌমিক, ড. দেবাশিস বসু, এন ডার্লং, মুখ্য বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

*****